বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Bangladesh Standards and Testing Institution

Ministry of Industries, Govt. of Bangladesh

116-A, Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208
Tel : 8870275, 8870277, 9131582, 887078, 8870279, 8870280, 8870281
Fax : 88-02-9131581, E-mail : bsti@bangla.net Website : www.bsti.gov.bd

বিশ্ব মান দিবস ২০১২

"Less waste, better results – Standards increase efficiency"

"সঠিক মান অপচয় কমায় দক্ষতা বাড়ায় এবং পণ্যমান ও উন্নত সেবা নিশ্চিত করে"

World Standards Day 2012

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

২৯ আশ্বিন ১৪১৯
১৪ অক্টোবর ২০১২

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৪৩তম বিশ্ব মান দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

উৎপাদন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে অপচয় কমিয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য ও সেবার উৎপাদন নিশ্চিতকরণে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ, টেকসই প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং কর্মদক্ষতা অর্জন করা অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক মান সংস্থা ISO, IEC ও ITU কর্তৃক প্রণীত মান অনুসরণের মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। এ প্রেক্ষিতে এবছর বিশ্ব মান দিবসের প্রতিপাদ্য "Less waste, better results - Standards increase efficiency" অর্থাৎ 'কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে 'মান' অপচয় হ্রাস করে উন্নত ফলাফল নিশ্চিত করে' যথার্থ হয়েছে। আমি আশা করি, দেশীয় পণ্য ও সেবার গুণগত মান নিশ্চিত করতে বিএসটিআই ও সংশ্লিষ্ট সকলে কার্যকরী অবদান রাখবে।

আমি 'বিশ্ব মান দিবস-২০১২' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৯ আশ্বিন, ১৪১৯
১৪ অক্টোবর, ২০১২

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য মান সংস্থার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আজ ১৪ অক্টোবর ২০১২ তারিখে ৪৩তম বিশ্ব মান দিবস পালনে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

যে কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের সামর্থ্য তার কর্মদক্ষতার উপর নির্ভরশীল। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে বিশ্বের প্রধান তিনটি আন্তর্জাতিক মান সংস্থা ISO, IEC ও ITU কর্তৃক ৪৩তম বিশ্ব মান দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, "Less waste, better results - Standards increase efficiency"। "মান (Standards)" দক্ষতা বাড়িয়ে স্বল্প অপচয়ে অধিক মুনাফা পেতে সাহায্য করে।

মুক্ত বাজার অর্থনীতির এই যুগে শিল্পে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে টিকে থাকার মূল ভিত্তি হচ্ছে পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা। বর্তমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, তাতে দেশীয় বাজারে পণ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদন বাড়ালে চলবে না, বরং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব-বাণিজ্যে দেশীয় পণ্যের অবাধ প্রবেশ নিশ্চিত করতে আমাদেরকে আন্তর্জাতিক মানসম্মত পণ্য প্রস্তুত করতে হবে।

দেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য ও ভোগ্যপণ্যের এক বিশাল অংশ এখনও বিদেশ থেকে আমদানী করে আনতে হয়। দেশে এ সকল পণ্যের মানসম্মত উৎপাদন ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করণের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব।

আশার কথা বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে বিএসটিআই বেশ সুসংগঠিত হয়েছে। তবে বিএসটিআই'র একার পক্ষে "মান" সংক্রান্ত সকল সেবা প্রদান সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে পণ্য ও সেবার উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, ভোক্তা-সাধারণসহ সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই আমরা অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবো।

আজকের বিশ্ব মান দিবস পালনের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে জনসচেতনতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ওমর ফারুক চৌধুরী

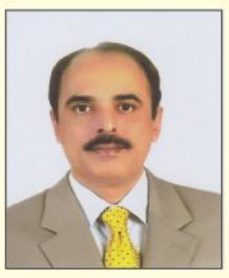

ভারপ্রাপ্ত সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৯ আশ্বিন, ১৪১৯
১৪ অক্টোবর, ২০১২

বাণী

আজ ১৪ অক্টোবর ২০১২, ৪৩তম বিশ্ব মান দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মান সংস্থার ন্যায় বিএসটিআই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

আন্তর্জাতিক মান সংস্থা ISO, IEC ও ITU কর্তৃক বিশ্ব মান দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে, "Less waste, better results - Standards increase efficiency" 'মানের' গুরুত্ব বিবেচনায় এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ প্রাসংগিক ও যৌক্তিক। যে কোন পণ্যের উৎপাদন ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় সঠিক মানদন্ড অনুসরণ করতে পারলে সকল ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপচয় কমিয়ে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন সম্ভব হবে।

আন্তর্জাতিক মান সংস্থাসমূহের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সেবাকর্ম, ভোগ্যপণ্য এবং অন্যান্য কার্যক্রমের উপর আন্তর্জাতিক মান ও নীতিমালা প্রণয়ন করে বিশ্বব্যাপী তা প্রকাশ করছেন। নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার্য পণ্যের গুণগত মান, সঠিক স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তাসহ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে আন্তর্জাতিক মানের অবদান অনস্বীকার্য।

বিএসটিআই বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে একমাত্র মান নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান। জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বিএসটিআই এর কর্মকর্তাগণ আন্তর্জাতিক মান সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে জাতীয় মান প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। ফলশ্রুতিতে দেশীয়পণ্যের গুণগত মান আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পুরণে সক্ষম হচ্ছে এবং রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণেও সহায়ক ভুমিকা পালন করছে।

পণ্য ও সেবার মান নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণের প্রধান দায়িত্ব বিএসটিআই এর উপর অর্পিত। আন্তর্জাতিক মান সংস্থাসমূহের সহায়তায় জাতীয় মান নির্ধারণ এবং জনস্বার্থে ভেজাল ও নিম্নমানের পণ্যের উৎপাদন বন্ধ, সঠিক ওজন ও পরিমাপের পণ্য ভোক্তা সাধারণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে বিএসটিআই এর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিশ্ব মান দিবস উদ্‌যাপন ও এর লক্ষ্য অর্জনে সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ)

International standards such as those from IEC, ISO and ITU are crucial for increasing efficiency. This issue has come to the forefront as global challenges like sustainability and financial uncertainty mean that organizations are challenged to achieve better results with less waste.

Quite simply, efficiency indicates the ability to achieve objectives by implementing processes to develop products or services of optimal quality with minimal waste, expense, or unnecessary effort. It helps organizations maximize profits and meet their goals, and is crucial for success in today's challenging and competitive economic environment.

In today's highly competitive and complex world, the issue of sustainability, viewed from an economic, environmental and societal perspective means that businesses must be more efficient across a wide range of measures and issues.

International standards are powerful tools for helping organizations capitalize their potential in the global marketplace. Developed by

World Standards Day Message

14 October 2012

Less waste, better results - Standards increase efficiency

experts from around the world, they contain internationally harmonized best practice which can be used to measure, compare and increase efficiency and reduce waste.

For example, by providing common specifications, international standards enable products, services and technology from different vendors to fit together like pieces in a puzzle. They support interoperability and compatibility, providing a solid base for developing innovations and facilitating market access to new products. They ensure that countries, organizations, regulators and researchers, do not have to reinvent the wheel, and can invest in other priorities.

Dr. Klaus WUCHERER
IEC President

Dr. Boris ALESHIN
ISO President

Dr. Hamadoun TOURÉ
ITU Secretary-General

The state-of-the-art know-how contained in international standards is accessible to all, including developing countries, helping them make the best use of their human and material resources. More efficient industrial and business processes, facilitated by standards, empower companies to compete globally, and produce faster for more markets at a lesser cost.

In this way, standards help organizations meet their customer's needs while focusing and optimizing company processes. Regulators can use international standards as a means to show compliance and as a base for market- and consumer-friendly regulations. And consumers can rest assured that international standards promote efficiency on issues that matter to them, like product labeling or safety.

The bottom line? International standards from IEC, ISO and ITU not only make good business sense, but greater efficiency helps society to make better use of its resources, contributing to a more sustainable world.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৯ আশ্বিন ১৪১৯
১৪ অক্টোবর ২০১২

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৪৩তম বিশ্ব মান দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আন্তর্জাতিক মান সংস্থা ISO, IEC এবং ITU উদ্ভাবিত মানদন্ড টেকসই ব্যবসায়িক কৌশল তৈরির পাশাপাশি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনে প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে।

উৎপাদন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞান, কারিগরি সামর্থ্য ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক মানের সামঞ্জস্য বিধান অত্যন্ত জরুরি। এ প্রেক্ষাপটে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "Less waste, better results - Standards increase efficiency" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আরও আধুনিক, কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে দেশের জাতীয় মান সংস্থা বিএসটিআই সকল ক্ষেত্রে জাতীয় মান প্রণয়ন ও মান এর ব্যবহার নিশ্চিত করবে- এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৯ আশ্বিন ১৪১৯
১৪ অক্টোবর ২০১২

বাণী

জাতীয় মান নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান বিএসটিআই যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব মান দিবস উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ মহতী উদ্যোগের সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা রইল।

আজ ১৪ অক্টোবর ২০১২। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ৪৩তম বিশ্ব মান দিবস উদ্‌যাপন হচ্ছে। মান সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংস্থা ISO, IEC ও ITU যৌথভাবে এবারের বিশ্ব মান দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে, "Less waste, better results - Standards increase efficiency" অর্থাৎ 'সীমিত অপচয়ে, ভাল উৎপাদন - পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধিতে মানোন্নয়ন'। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব অর্থনীতির চলমান প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। প্রতিপাদ্য বিষয়টি দেশিয় শিল্প উদ্যোক্তাদের কারখানা পরিচালনার দক্ষতা বাড়িয়ে অপচয়রোধের পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমলেও বিশ্বব্যাপী এখনো গুণগতমানসম্পন্ন পণ্যের চাহিদা কমেনি। ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে কম খরচে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনের প্রতিযোগিতা চলছে। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে কল-কারখানায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাঁচামাল অপচয়রোধের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে যেসব দেশ এগিয়ে থাকবে, বিশ্ববাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে তারাই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি ও অপচয়রোধে মনোযোগী হতে আমি দেশিয় শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানাই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ২০২১ সাল নাগাদ শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনে দেশিয় শিল্প কারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। তাদের মধ্যে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন ঘটিয়ে কল-কারখানায় অপচয়রোধ এবং সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে অল্প খরচে উন্নতমানের পণ্য তৈরির পাশাপাশি বিশ্বমন্দার মাঝেও বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর এভাবেই আমরা শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবো।

বিএসটিআই জাতীয় পর্যায়ে মান নির্ধারণী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি দেশব্যাপী পণ্যের গুণগত মান নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখে শিল্পায়ন কার্যক্রমকে গতিশীল করছে। শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে - এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার সাফল্য কামনা করছি।

(দিলীপ বড়ুয়া)

পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে বিএসটিআই-এর ভূমিকা

এ কে ফজলুল আহাদ, মহা-পরিচালক, বিএসটিআই

বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি প্রবাহের সাথে সাথে বিশ্বব্যাপি বিরাজমান অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের মত চ্যালেঞ্জসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে এই বছর ৩টি প্রধান আন্তর্জাতিক মান সংস্থা - ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission) ও ITU (International Telecommunication Union) ৪৩তম বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে - "Less waste, better results - Standards increase efficiency" অর্থাৎ "সঠিক মান অপচয় কমায় দক্ষতা বাড়ায় এবং পণ্যমান ও উন্নত সেবা নিশ্চিত করে"।

আজ ১৪ অক্টোবর ২০১২ World Standards Co-operation (WSC) এর সহযোগী সংস্থা - ISO, IEC ও ITU এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিকভাবে ৪৩তম বিশ্ব মান দিবস পালিত হচ্ছে। প্রতিবছরের ন্যায় বাংলাদেশের জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বিএসটিআইও বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশব্যাপি দিবসটি উদযাপন করছে। বিশ্বব্যাপি পণ্য ও সেবার পাশাপাশি প্রাত্যহিক জীবনের সকল স্তরে "পণ্য ও সেবার মান" সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব মান দিবস পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিপাদ্যে উল্লেখিত 'Standards' 'better results' ও 'efficiency' শব্দগুলো পণ্য ও সেবার উৎপাদক/বাজারজাতকারী সকলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে বিরাজমান বৈশ্বিক বাণিজ্যের মন্থর গতি, জটিল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিকাশমান শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলের কারিগরী দক্ষতার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী। শিল্প উন্নয়নের অন্যতম পূর্ব শর্ত হচ্ছে দেশে মানসম্পন্ন পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টি ও বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশীয় পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক মানের পণ্য উৎপাদন ব্যতীত রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। তাই সকল ক্ষেত্রে পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন ও সার্বিক মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর করা আবশ্যক।

প্রযুক্তি নির্ভর সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সকল কর্মকান্ডে সকলের জন্য সার্বজনীন সুবিধা নিশ্চিত করা আজ সময়ের দাবী। সঠিক মান, কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ ও উন্নত প্রযুক্তির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদিত যে কোন পণ্য ও সেবা ওই পণ্য/সেবার গুণগত মান, পণ্যের ব্যবহার উপযোগিতা, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা ইত্যাদির নিশ্চয়তা প্রদান করে। বিশ্ব বাণিজ্যে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য পণ্য ও সেবা প্রদানের জন্য সঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবনে 'আন্তর্জাতিক মান' পণ্যের উৎপাদক থেকে সেবা প্রদানকারী সকল সংস্থার জন্য সার্বজনীন নির্দেশিকা (common specification) হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিক মানে বর্ণিত specification অনুসরণে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার জন্য বিশ্ব বাজারে প্রবেশের পথ সহজতর হয় এবং রপ্তানী খাত সম্প্রসারণের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (sustainable economic growth) ও সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বিএসটিআই ISO এর সক্রিয় সদস্য ও বাংলাদেশের ফোকাল পয়েন্ট। উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য গৃহীত আইএসও এর বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে বিএসটিআই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিএসটিআই ISO প্রণীত মান ও নির্দেশিকা অনুসরণ পূর্বক দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে জাতীয় মান প্রণয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রণীত এই সকল মানের আলোকে বিএসটিআই সরকার নির্দ্ধারিত বাধ্যতামূলক পণ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত ১৫৫টি পণ্যের গুণগত মান নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষণ পূর্বক তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে গুণগত মান সনদ (সার্টিফিকেশন মার্কস লাইসেন্স) প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ের একটি বহুল আলোচিত ও উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত কেমিক্যাল এর মিশ্রণ। এই জাতীয় বিষাক্ত ফলমুল, শাক্ সবজি, মাছ মাংস, মিষ্টি বা দুগ্ধজাত খাদ্য ইত্যাদির প্রস্তুতকরণ ও বাজারজাতকরণ বন্ধকল্পে বিএসটিআই এর দায়িত্ব/ভূমিকা কতটুকু সে সম্পর্কে জনমনে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভেজাল খাদ্য দ্রব্য বা ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, সোডিয়াম সাইক্লোমেট, ইথোফেন, ইউরিয়া, হাইড্রোজ জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত ফলমুল, মাছ-মাংস, শাক-সবজি, দুধ, শিশুখাদ্য, মুড়ি, আইসক্রীম, পানীয় জলসহ অন্যান্য কোমল পানীয় ইত্যাদি বাজারজাতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং ভোক্তাদের মাঝে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের যে সকল আইন রয়েছে তা প্রয়োগের জন্য সরকারের নিম্ন বর্ণিত একাধিক দপ্তর/সংস্থা রয়েছে ঃ

(ক) বাংলাদেশ পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স ১৯৫৯ ও বাংলাদেশ পিওর ফুড (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০০৫ঃ এ আইন বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের। মাছ-মাংস, কাঁচা শাক-সব্জি, ফলমূল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণ/ভেজাল রোধে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও এই দুই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহও এই আইন প্রয়োগ করতে পারে।

(খ) ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন (মোডিফাইড, ১৯৯৪) ঃ এ আইন প্রয়োগের দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসন এবং বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের।

(গ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ ঃ এ আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে প্রতিষ্ঠিত ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের। এই অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে হোটেল, রেস্তোঁরাসহ হাট-বাজার এ বাজারজাতকৃত প্যাকেটজাত এবং কাঁচা খাবার, কাঁচা শাক-সব্জি, ফলমূল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল প্রতিরোধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

বিএসটিআই অধ্যাদেশ ১৯৮৫, বিএসটিআই (সংশোধিত) আইন, ২০০৩ এবং দি স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপ অধ্যাদেশ ১৯৮২ অনুযায়ী বিএসটিআই এর মূল দায়িত্ব হচ্ছে ঃ

◆ দেশে উৎপাদিত ও আমদানীকৃত খাদ্য ও কৃষিজাত, রসায়ন, পাট ও বস্ত্র এবং প্রকৌশল পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন করা।

◆ সরকার নির্দ্ধারিত ১৫৫টি পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষণ/বিশ্লেষণ এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মানের সার্টিফিকেশন প্রদান।

◆ ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরীতে স্থাপিত SI (System International) Unit এর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেশের সকল ল্যাবরেটরী, শিল্প কারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং হাট বাজারে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ধারাবাহিক সুক্ষ্মতা নিশ্চিত করণ। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন তদারকিসহ ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির নিয়মিত ক্যালিব্রেশন ও ভেরিফিকেশন কাজ সম্পাদন করা।

◆ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000) প্রদান। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ২৫-১০-২০০৫ তারিখে জারীকৃত একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিএসটিআইকে বিশুদ্ধ খাদ্য আইনে মামলা রুজু করার লক্ষ্যে আদালতে প্রসিকিউশন দাখিলের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উচ্চ আদালত থেকেও বিএসটিআইকে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনার জন্য মাঝে মাঝে নির্দেশনা দেয়া হয়ে থাকে। ফলে বিএসটিআই অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বিশুদ্ধ খাদ্য আইন, ২০০৫ এর আওতায় মোবাইল কোর্ট/সার্ভিল্যান্স টীমের মাধ্যমে ভেজাল বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উল্লেখ্য, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল রোধে কার্যক্রম জোরদারকরণে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে, গত ১০-৯-২০১২ তারিখে মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/দপ্তর এবং এফবিসিসিআই এর প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, সোডিয়াম সাইক্লোমেট, ইথোফেন, ইউরিয়া, হাইড্রোজ জাতীয় জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের সহজলভ্যতা বন্ধ করা এবং এই সকল পদার্থের আমদানী, বিক্রয় ও বিতরণের ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে নিবিড় তদারকি/কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে বিএসটিআই'র মাধ্যমে প্রদত্ত সেবাকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য স্তরে উন্নীত করা এবং দেশীয় পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে অধিক হারে প্রবেশের মাধ্যমে দেশের রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিএসটিআইকে শক্তিশালী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করা।

সরকারের এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো ঃ

➤ EU এবং NORAD এর অর্থায়নে এবং UNIDO কর্তৃক নিয়োজিত আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় এবং পরামর্শে আন্তর্জাতিক মান ISO/IEC 17025 এর চাহিদা (requirements) পূরণ করে বিএসটিআই কেমিক্যাল, ফুড ও মাইক্রোবায়োলজিক্যাল, সিমেন্ট, এমএস রড এবং টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবসমূহে সম্পাদিত সর্বমোট ১৩৯টি প্যারামিটারের জন্য দুটি ধাপে যথাক্রমে গত ১৮-০৩-২০১১ ও ১৭-৩-২০১২ তারিখদ্বয়ে ভারতের National Accreditation Board for calibration & testing Laboratories (NABL) থেকে প্রাথমিকভাবে ২ (দুই) বছরের জন্য এ্যাক্রিডিটেশন লাভ করে। বর্তমানে আরও কিছু সংখ্যক প্যারামিটারের এ্যাক্রিডিটেশনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

➤ আন্তর্জাতিক মান ISO Guide-65 অনুসারে বিএসটিআই এর প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশন সিষ্টেম এর আওতাধীনে ১ম পর্যায়ে Voluntary product certification ভূক্ত ৫টি পণ্য যথা- এডিবল জেল, প্রোটিন রিচ বিস্কুট, ওয়েফার বিস্কুট, চাটনী ও ফ্রুট ড্রিংকস পণ্যসমূহের সার্টিফিকেশন পদ্ধতি ভারতের এ্যাক্রিডিটেশন বডি NABCB (National Accreditation Board for Certification Bodies) থেকে গত ০৯-০১-২০১২ তারিখে ৩ বছরের জন্য এ্যাক্রিডিটেশন লাভ করে। আরও ৭টি নতুন পণ্য যথা- সিমেন্ট, পাস্তুরাইজড মিল্ক, ফ্লেভারড মিল্ক, সয়াবিন অয়েল, পাম অয়েল, পাম ওলিন, কনডেন্স